International Journal of Applied Research 2021; 7(3): 423-427

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(3): 423-427
www.allresearchjournal.com
Received: 17-01-2021
Accepted: 22-02-2021

Dr. Indrajit Pramanik
Former Ph.D. Scholar
Visva Bharati University,
Santiniketan, West Bengal,
India

Corresponding Author:
Dr. Indrajit Pramanik
Former Ph.D. Scholar
Visva Bharati University,
Santiniketan, West Bengal,
India

কালিদাস বিরচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা – একটি অধ্যয়ন

Dr. Indrajit Pramanik

সংক্ষিপ্তসার

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন মহাকবি কালিদাস। তিনি ভারতের কবিকুল শিরোমণি, ভারতের ইতিহাসে এক সুবর্ণযুগের প্রতিনিধি স্বরূপ হলেন বাণীর বরপুত্র এই মহাকবি। কালিদাস মূলতঃ কবি হলেও নাট্যরচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। কালিদাস বিরচিত বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' সংস্কৃত সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে পরিগণিত। মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুররাজ দুষ্যন্ত ও আশ্রম বালিকা বিশ্বামিত্র কন্যা শকুন্তলার প্রণয় ও পরিণয় কাহিনীই এই নাটকের মূল উপজীব্য। কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের উপস্থাপণার মাধ্যমে চরম বিকাশ লাভ করেছে। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে তিনি এক অভিনব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মহাকবি নাটকীয় মুখ্যচরিত্র গুলির মত গৌণচরিত্র সমূহকেও আপন দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। আলোচ্য নাটকে উপস্থাপিত গৌণচরিত্র সমূহের মধ্যে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত পরিসরে এই চরিত্র দুটি কবিকল্পনার সাহায্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র শকুন্তলা চরিত্রের সাথে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্রটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। নাট্যকাহিনীকে সার্থক মণ্ডিত করতে তথা নাট্যকাহিনীকে চরম লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে শকুন্তলাকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছে তার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। চরিত্র দুটি মুখ্য চরিত্র শকুন্তলা চরিত্র গ্রন্থনে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছে। এই দুই সখী ব্যতিরেকে শকুন্তলা চরিত্রটি সম্পূর্ণ হতে পারে না। যাইহোক অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দুই সখীই সমবয়োরূপ এবং শকুন্তলার মদনকামনায় সমান দরদী থাকলেও উভয়ের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উক্ত নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন প্রিয়ংবদা উচ্ছল, চপল, বাকপটু। অপরদিকে, অনসূয়া সেই অর্থে কিঞ্চিৎ সংযত। প্রিয়ংবদা একটু আবেগ প্রবণ ও প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্না। অপরদিকে অনসূয়া ধীর, বাস্তববুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্না।

সূচক শব্দাবলী : অবিসংবাদিত, বিশ্ববিশ্রুত, সমবয়োরূপ, প্রত্যুৎপন্নমতি

প্রধান অংশ

সংস্কৃত সাহিত্যের আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন মহাকবি কালিদাস। অসীম প্রতিভাধর এই কবি শুধু সংস্কৃত সাহিত্য জগতে নয় বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

তিনি ভারতের কবিকুল শিরোমণি, বাণীর পুত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যাস, বাল্মীকির পরে যে কবি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আসনে অধিষ্ঠিত তিনি হলেন কালিদাস। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত সমালোচকগণ তাঁর কৃতিত্বকে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।

কালিদাস বলতে শুধু কোনও ব্যক্তি বিশেষ বোঝায় না, ভারতের ইতিহাসে এক সুবর্ণযুগের প্রতিনিধি স্বরূপ হলেন বাণীর বরপুত্র এই মহাকবি। যদিও মহাকবির ব্যক্তি জীবন তিমিরাবৃত ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন। ঠিক কোন্ সময় ও কোন জনপদে তাঁর আবির্ভাব সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। ফলস্বরূপ, ক্ষণজন্মা এই মহাকবিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি। জনশ্রুতি এই যে, বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উজ্জয়িনীতে নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন হলেন কালিদাস। তাঁর আবির্ভাবকাল নিয়ে যে কতকগুলো মতবাদ প্রচলিত রয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল- খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে শকারী বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করেন, তাঁর সভার সভাকবি ছিলেন কালিদাস। পরবর্তীকালে উইলিয়াম জোন্স, এম.আর.কালে, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বজন এই মতকে সমর্থন করেছেন। কালিদাসের প্রতিটি রচনাতেই ভারতীয় চিরন্তন ত্যাগ ও কল্যান ধর্মের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। মানবচরিত্র অনুধাবনে কালিদাস তুল্য কবি নেই। অন্তর্জগতকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখতেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শন আর আলোক সামান্য নব নব উন্মেশশালী প্রতিভার সঙ্গমেই সৃষ্টি হয়েছে কালিদাসের অনুপম সাহিত্য সম্ভার।

কালিদাসের রচনাবলী বহু গ্রন্থে প্রচলিত হলেও পণ্ডিতগণের মতে সাতটি কবিকৃতি কালিদাসের রচনা। সেগুলি হল-

দুটি মহাকাব্য বা গীতি কাব্য: মেঘদূত ও ঋতুসংহার ।

দুটি মহাকাব্য: কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ এবং

তিনটি দৃশ্যকাব্য: মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশীয় ও অভিজ্ঞানশকুন্তল ।

মহাকবি কালিদাস বিরচিত বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' সংস্কৃত সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে পরিগণিত। এটি সপ্তম অঙ্ক বিশিষ্ট। মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুররাজ দুষ্যন্ত ও আশ্রম বালিকা বিশ্বামিত্র কন্যা শকুন্তলার প্রণয় ও পরিণয় কাহিনীই এই নাটকের মুখ্য উপজীব্য। কাহিনীটির উৎস হিসাবে ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের আদিপর্ব প্রসিদ্ধ হলেও অনেকের মতে পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ড কট্ঠহরিজাতকে বর্ণিত শকুন্তলা উপাখ্যান থেকে নাট্যকাহিনীটি অনুসৃত। ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের আদিপর্ব থেকে মহাকবি বিষয়বস্তু সংগ্রহ করলেও নাটকটি কালিদাসের কবিকল্পনার এক অপরা সৃষ্টি। নাট্যকার এখানে স্বকীয় প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রভা প্রক্ষেপণে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক অভিনব কাহিনী বিন্যাস করেছেন। কালিদাস মূলতঃ কবি হলেও নাট্যরচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের উপস্থাপণার মাধ্যমে চরম বিকাশ লাভ করেছে। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে তিনি এক অভিনব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভূক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মানবমনের গভীরে তিনি ডুব দিতে জানেন বলেই তাঁর নাট্যচরিত্রগুলি জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ লাভ করেছে। তাঁর চরিত্র চিত্রণের প্রধান্ দিক হল স্বাভাবিকতা, সজীবতা ও বিচিত্রতা আর অবশ্যই উপমা নির্ভরতা। কারণ 'উপমা কালিদাসস্য'উক্ত প্রবাদটি সর্বজনস্বীকৃত। চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমেই নাট্যকারের সাফল্য নির্ধারিত হয়। মহাকবি নাটকীয় মুখ্যচরিত্র গুলির মত গৌণচরিত্র সমূহকেও দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। আলোচ্য নাটকে উপস্থাপিত গৌণচরিত্র সমূহের মধ্যে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত পরিসরে এই চরিত্র দুটি কবিকল্পনার সাহায্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য নাটকটির নায়িকা শকুন্তলা। ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং স্বর্গের অপ্সরা মেনকার গর্ভে তাঁর জন্ম। জন্মাবধি সে পিতামাতার পরিত্যাক্তা। শিশু বয়স থেকেই সে মালিনী নদীর তীরে তপোবন আশ্রমে কুলপতি মহর্ষি কণ্বের ছত্রছায়া তথা স্নেহাশ্রয়ে পালিতা হয়েছে। আশ্রমের অপর দুই তাপসী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তারাও মহর্ষি কণ্বের ছত্র ছায়ায় পালিতা এবং এরা শকুন্তলার প্রায় সমবয়সী। অতএব প্রায় সমবয়সী এবং একত্র সহাবস্থানের দরুন স্বাভাবিক ভাবেই এই তিন আশ্রম বালিকার মধ্যে পরস্পরের আন্তরিক প্রীতি গড়ে উঠেছে এবং তারা পরস্পরের হিতাকাঙ্খী স্বরূপা ও বন্ধুভাবাপন্না। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে শকুন্তলা হল উক্ত নাটকের নায়িকা তথা কেন্দ্রীয় চরিত্র। নাট্যকার তাঁর অন্তরের প্রয়াস তথা নাট্যকাহিনী নাট্যমঞ্চে তুলে ধরেন। নায়ক-নায়িকা নিজেদের অভিনয় নৈপুণ্যের দ্বারা সেই নাট্যকাহিনীতে জীবন দান করেন। এই ভাবে নাট্যকারের লেখনী শক্তি সার্থকরূপ পরিগ্রহ লাভ করে । অতএব শকুন্তলা চরিত্রটি নাট্যকারের অঙ্গুলি হেলনে নাটকীয় সার্থকথায় তার চরম লক্ষে এগিয়ে চলেছে। আর এক্ষেত্রে শকুন্তলাকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছে তার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। এই দুই সখী ব্যতিরেকে শকুন্তলা চরিত্রটি সম্পূর্ণ হতে পারে না। নাটকের সার্থকতায় শকুন্তলা চরিত্রের সাথে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্রটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "একা শকুন্তলা, শকুন্তলার এক তৃতীয়াংশ। শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প।"[1] এই দুই সখীকে বাদ দিলে যে শকুন্তলা - সে শকুন্তলাকে তিনি খণ্ডিতা শকুন্তলা বলেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, নাটকটিতে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার স্থান যে কতখানি, অন্ততঃ শকুন্তলা চরিত্রের বিকাশ সাধনে তাদের ভূমিকা যে কত গভীর, তার সার্থক মুল্যায়ন রয়েছে এই মন্তব্যে। আমরা দেখি যে নাটকের প্রারম্ভ থেকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা অবধি প্রায় সর্বক্ষণেই তারা শকুন্তলার সাথী হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের প্রিয় সখীকে প্রীতিস্নিগ্ধ সান্নিধ্যে ভরিয়ে তুলেছে। যেকোন কাজ সে আশ্রমতরুর জলসেচনই হোক, অথবা পূজার সামগ্রী সঞ্চয়নই হোক তা একক ভাবে না করে তারা তিন বান্ধবীতে একযোগে সম্পন্ন করেছে।

শকুন্তলার সর্বক্ষণের সাথী তারা। সে রাজার সাথে একান্তে আলাপের সুযোগ করে দেওয়াই হোক কিংবা শকুন্তলা মদনানলে পীড়িত হলে রাজার সঙ্গে গোপনে বেতসকুঞ্জে মিলনের ব্যবস্থাই হোক সমস্ত কাজে তারা প্রিয় সখীর পাশে থেকেছে। রাজা দুষ্যন্ত হঠাৎ তাদের সামনে আবির্ভূত হলে শকুন্তলা যখন সলজ্জ সম্ভ্রমে কিছুটা অপ্রস্তুত কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন প্রকৃতবন্ধুর মত দুই সখী শকুন্তলার পাশে থেকে তাকে অতিথি সেবার কথা মনে করিয়ে যথাযথ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছে। রাজা শকুন্তলা বিষয়ে জানতে চাইলে দুই সখী শকুন্তলার উপর প্রশ্নবাণের আঁচ না আসতে দিয়ে নিজেরাই রাজার সকল কৌতুহল চরিতার্থ করেছে। শুধু তাই নয় মদনসন্তপ্তা শকুন্তলার জন্য উশীরানুলেপন, মৃণাল প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছে। এমনকি রাজার নিকট সখীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দৃঢ়করণ এবং সখীর প্রতি রাজার এই অকৃত্রিম সমাদর যাতে ভবিষ্যতেও অটুট থাকে রাজাকে তা প্রতিশ্রুতির সংকল্পে সংকল্পিত করেছে। তাদের প্রিয় সখী শকুন্তলার সাথে রাজার মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, পতি বিরহে কাতর শকুন্তলার

উপর বর্ষিত দুর্বাসার শাপমোচনে প্রয়াসী হয়ে প্রিয়ংবদা, ঋষির পায়ে ধরে তার প্রতিকারের বিকল্প পথ বের করতে সচেষ্ট হয়েছে। একেবারে শেষ দিকে চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার বিদায় বেলায় পতিগৃহে যাত্রাকালে দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা আপন সোহদরা ভগিনীর মত শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। চোখের জল বাগ মানেনি, অঝোড়ে কেঁদে ফেলেছে, ছলছল চোখে শকুন্তলাকে বিদায় জানিয়েছে।

যাইহোক অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দুই সখীই সমবয়োরূপ এবং শকুন্তলার মদনকামনায় সমান দরদী থাকলেও উভয়ের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উক্ত নাটকে প্রস্ফূটিত হয়েছে। যেমন প্রিয়ংবদা উচ্ছল, চপল, বাকপটু। অপরদিকে অনসূয়া সেই অর্থে কিঞ্চিৎ সংযত। প্রিয়ংবদা একটু আবেগ প্রবণ ও প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্না। অপরদিকে অনসূয়া ধীর, বাস্তববুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্না। রাজার আগমনে নবাগত অতিথিকে ঘিরে প্রিয়ংবদা ও শকুন্তলার মনে হাজারো প্রশ্ন, নানা কৌতূহল তখন অনসূয়া ঋষির অবর্তমানে একজন দায়িত্বশীলা গৃহিনীর মত অতিথি সৎকারে ব্রতী হয়েছে। অতিথি সৎকারের জন্য ফল এবং অর্ঘ্য সহযোগে কলসের জলে পাদোদকের ব্যবস্থা করেছে। রাজা জানায়, তাদের মিষ্টি কথাতেই তাঁর আতিথ্য লাভ হয়েছে। পরক্ষণে প্রিয়ংবদা প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে- " তেন হি অস্যাং প্রচ্ছায়শীতলায়াং সপ্তপর্ণবেদিকায়াং মুহূর্তমুপবিশ্য পরিশ্রমবিনোদং করোতু আর্যঃ।" 2 অর্থাৎ, তাহলে এই ছায়াশীতল ছাতিম তলার বেদীতে একটু বসে আপনি পরিশ্রম দূর করুন। এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রিয়ংবদার সহজ সরল মনের অভিব্যক্তিই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রিয়ংবদার প্রসঙ্গে রাজা জানায় শুধু তিনিই একা নন তারাও বৃক্ষমূলে জলসিঞ্চনরূপ পরিশ্রম করে পরিশ্রান্ত হয়েছেন। অতএব তাদেরও বিশ্রাম প্রয়োজন। রাজার উত্তরে অনসূয়া সকলকে জানিয়েছে –" উচিতং নঃ পর্যুপাসনম্ অতিথীনাম্। অত্র উপবিশামঃ।" 3 অর্থাৎ অতিথির অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। অতএব সকলে এখানে এস বিশ্রাম নিই। অনসূয়ার এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার বিচক্ষণতা ও নেত্রী সুলভ ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তাহলে দেখা গেল রাজার আশ্রম কুটির প্রবেশে সকলে একটু ভীত সন্ত্রস্ত। কারণ রাজা রাজপরিচয়ে না এলেও কিংবা নিজের পরিচয় হাজার গোপন রাখলেও তাঁর রাজোচিত পৌরুষদৃপ্ত যাবে কোথায়? এই অবস্থায় শকুন্তলাতো ভ্রমরের ভয়েই বিহ্বল। আর প্রিয়ংবদাও হতবম্ব, তার মুখেও কথা নেই। এক্ষেত্রে দেখা গেল একমাত্র অনসূয়াই ঋষির অবর্তমানে স্থির চিত্তে ঠাণ্ডা মাথায় একজন অভিজ্ঞ গৃহিনীর মত সকলের সহযোগে অতিথি সৎকারের মত গুরু দায়িত্ব সামাল দিয়েছে। শুধু তাই নয়, অতিথি সৎকারের পর আগন্তুকের পরিচয় বিষয়ে সকলের কৌতূহল নিরসনে নিজেই সুন্দরভাবে গুছিয়ে মার্জিত সহকারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যাতে পশ্চাতে উত্তরদাতা মনক্ষুণ্ন না হোন- " আর্যস্য মধুরালাপজনিতঃ বিশ্রম্ভঃ মাং মন্ত্রয়তে, কতমঃ আর্যেণ রাজর্ষিবংশঃ অলংক্রিয়তে, কতমঃ বা বিরহপর্যুৎসুকজনঃ কৃতঃ দেশঃ, কিং নিমিত্তং বা সুকুমারতরঃ অপি তপোবনপরিশ্রমস্য আত্মা পদম্ উপনীতঃ।" 4 অর্থাৎ, আপনার মধুর আলাপ আমদের সঙ্কোচ দূর করেছে, তাই আপনার সম্বন্ধে জানতে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আপনি কোন রাজর্ষি বংশের অলংকার ? কোন দেশের লোককে আপনার বিরহে উৎসুক রেখে আপনি এখানে এসেছেন ? আর কি কারণেই বা অতি কোমল আপনার এই শরীরে তপোবন ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করছেন ? তার প্রশ্ন করার এই কৌশল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাক্ষ্য বহন করে। অনসূয়ার এই সুস্থির, ধীর, গম্ভীর, পরিপাটিত, মার্জিত বাস্তববোধ সকলকে মোহিত করেছে।

তিন সখীর মধ্যে অনসূয়াই যে সকলের নেত্রী তা প্রিয়ংবদার কথাতেই প্রমাণিত হয়েছে। আগন্তুক অতিথির পরিচয় বিষয়ে প্রিয়ংবদা নিজে সরাসরি না জিজ্ঞাসা করে অনসূয়ার কাছে জানতে চেয়েছে- " অনুসূয়ে, কো নু খলু।" 5 অর্থাৎ, অনসূয়া ইনি কে ? যদিও আমরা প্রিয়ংবদাকে যতটা অপরিণত কিংবা কাঁচাবুদ্ধির ব্যক্তিত্ব মনে করি না কেন বাস্তবে সে কিন্তু ততটা নয় কারণ, আগন্তুক রাজার বাকচাতুরতা আলাপের কৌশল প্রিয়ংবদার মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে- "এষঃ চতুরগম্ভীরাকৃতিঃ চতুরং প্রিয়ম্ আলপন্ প্রভাববান্ ইব লক্ষ্যতে।" 6 অর্থাৎ, চতুর অথচ গম্ভীর এঁর আকৃতি, শুধু তাই নয়, যে নিপুণতার সাথে ইনি সুন্দর ভাবে আলাপ করছেন তাতে মনে হচ্ছে ইনি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হবেন। প্রিয়ংবদার এই সন্দেহ তার দূরদৃষ্টি ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনসূয়া ধীর গম্ভীর প্রকৃতির হলেও প্রিয়ংবদা ছিল বরং তার উল্টোটা, হাস্যময়ী, দুষ্টুমিতে সিদ্ধহস্তা, প্রাণচঞ্চলা, বাকচাটুলতায় পটিয়সী । এই জন্যই শকুন্তলার সাথে তার বেশী ভাব, বেশী খুনসুটি। নিজের রূপের প্রশংসা শুনে শকুন্তলাকে সলজ্জ ভাবে বসে থাকতে দেখে প্রিয়ংবদা রাজার আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে কি না জানতে চাওয়ার অজুহাতে কথোপকথনকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলেছে এবং এই সুযোগে শকুন্তলাকে যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান বিষয়ে কণ্বের বাসনার কথা সুকৌশলে ব্যক্ত করেছে। শুধু তাই নয়, শকুন্তলা লজ্জায় ও রাগে উঠে যেতে চাইলে প্রিয়ংবদা তাকে জোড় করে বসিয়ে রেখেছে । এখানে শকুন্তলার প্রতি অনসূয়ার ঘনিষ্ঠতা কিছুটা দূরত্বে অবস্থান করেছে, সঙ্গে থেকেও অনসূয়া যেন দর্শকের আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কে রাজার প্রতি শকুন্তলার দুর্বলতা প্রকাশের পর প্রিয়ংবদাকে পাই কে ? সে অসম্ভব খুশী। শুরু হয়ে যায় রাজার নিকট প্রেমপত্র রচনার তোরজোড় – প্রিয়ংবদার কথানুসারে শকুন্তলা শুকোদর-কোমল পদ্মপাতায় নখের আঁচড়ে প্রেমপত্র রচনা করে ফেলে। এরপর রাজার নিকট প্রেরণ করার পালা। কিন্তু কিভাবে ? এক্ষেত্রে আবারও সেই প্রিয়ংবদা সকলের থেকে এগিয়ে, তার আবেগ ততক্ষণে টগবগে, উপস্থিত বুদ্ধি যেন তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তত্ক্ষণাৎ সে স্থির করে – নির্মাল্যের ছলে ফুলের মধ্যে করে তা রাজার হাতে দেওয়া হবে। অপরদিকে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রেম বিষয়ে প্রিয়ংবদা যখন মশগুল, চনমনে আত্মহারা, তখন অপর সখী অনসূয়া একজন দায়িত্বশীলা গৃহিনীর মত শকুন্তলার ভবিষ্যৎ বিষয়ে গম্ভীর, রাজান্তঃপুরে সখীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সদা সচেতন। না, শুধু অন্তরে ঘুরপাক নয়- রাজধানীতে শকুন্তলার মর্যাদা কতটুকু থাকবে তা নিশ্চিত করার জন্য রাজার নিকট প্রকাশ্যে অনুরোধ করেছে- " বয়স্য, বহ্বল্লভা রাজনঃ শ্রূয়ন্তে। যথা নৌ প্রিয়সখী বন্ধুজনশোচনীয়া ন ভবতি তথা নির্বর্তয়।" 7 অর্থাৎ, বয়স্য, রাজাদের অনেক পত্নী থাকে এরকম শুনেছি। তা আমাদের এই সখী যেন আত্মীয় স্বজনের দুঃখের কারণ না হয় তা দেখবেন। শুধু তাই নয় দুর্বাসার শাপবাণী উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে কিংকর্তব্যবিমুঢ়া প্রিয়ংবদা যখন শকুন্তলার প্রতিকূল দৈবকে তিরস্কার করেছে অনসূয়া তখন, ঋষির কোপ শান্ত করার কথা ভেবে প্রিয়ংবদাকে তার কাছে পাঠিয়েছে। এমনকি কণ্বমুনি পর্যন্ত অনসূয়ার ধৈর্য্য এবং চিন্তাশক্তির উপর যথেষ্ঠ আস্থা রেখেছিলেন। তাই তো শকুন্তলার বিরহশোকে সমগ্র তপোবন যখন শোকাচ্ছন্ন

তখন মহর্ষি কণ্ব অনসূয়াকে অপেক্ষাকৃত কঠিন চিত্তের অধিকারিনী ভেবেছিলেন – " অনসূয়ে অলং রুদিত্বা। ননু ভবতীভ্যামেব স্থিরীকর্তব্যা শকুন্তলা।" 8 অর্থাৎ, অনসূয়া কেঁদো না। তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দেবে- তা না করে নিজেরাই অধীর হচ্ছ। প্রিয়ংবদা যখন শকুন্তলাকে নিয়ে ব্যস্ত তখন অনসূয়া একজন দায়িত্বশীলা কর্ত্রীর মত শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার সময়োপযোগী আভরণের কথা আগাম চিন্তা করে নারিকেলের ঝাঁপিতে বকুলমালা তৈরী করে রেখেছে। ইত্যাদি ঘটনায় অনসূয়ার অধিকতর বুদ্ধি বিবেচনাই প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে প্রিয়ংবদা ভাবগম্ভীরহীনা, চনমনে প্রাণচঞ্চলা। তার মনে কোন প্রকার উদ্বেগ নেই। মিষ্টি মিষ্টি রসোক্তির মাধ্যমে সে সখীদের মাতিয়ে রেখেছে। দুষ্যন্তের সাথে আলাপচারিতায় অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাই ব্যস্ত। শকুন্তলা সেখানে লজ্জাবনত মুখে চুপটি করে বসে রয়েছে। কিন্তু দুষ্যন্তের সাথে শকুন্তলা একান্ত আলাপের যে বেশ প্রয়োজন। কিন্তু উপায় ? এদিকে চট করে আসর থেকে দুই সখীর উঠে যাওয়াও অশোভন দেখাবে। তৎক্ষণাৎ প্রিয়ংবদা এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত করে বলে ফেলে- " অনসূয়ে উৎসুকঃ মৃগপোতকঃ মাতরম্ অন্বিষ্যতি। এহি। সংযোজয়াব এনম্ ।" 9 অর্থাৎ অনসূয়া, এই হরিণ শিশুটি ব্যাকুলভাবে তার মাকে খুঁজছে। চল, একে এর মার কাছে দিয়ে আসি । এইভাবে হরিণ শিশুর অজুহাত দিয়ে সাথে সাথে তারা সেখান থেকে প্রস্থান করে দুষ্যন্তের সাথে শকুন্তলার একান্ত আলাপচারিতায় সহায়তা করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র পরিহাস প্রিয়া কিংবা বাক্ চাটুলতা নয়। সেই সাথে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেও সে নিপুণা। 'প্রিয়ং বদতি যা প্রিয়ংবদা' – এদিকে প্রিয়ংবদা বাস্তবতই প্রিয় কথা অর্থাৎ মিষ্ট মিষ্ট সংলাপে পারদর্শী। সেই অর্থে প্রিয়ংবদা নামটি যথার্থই সার্থক হয়েছে। তার প্রিয় কথা বা মিষ্ট কথাতে যাতে দুর্বাসার মত মুনিকে শান্ত করা যায় সেই জন্যই হয়তঃ অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে তাঁর নিকট প্রেরণ করে নিজে অর্ঘ্য প্রস্তুতির ভার নিয়েছে। যদিও অনসূয়ার মত ধৈর্য্য শক্তি, চিন্তা শক্তি কিংবা দূরদর্শী দৃষ্টির অধিকারী ততটা নয়। দুষ্যন্ত যে পরবর্তীতে শকুন্তলাকে ভুলে যেতে পারেন একথা তার মাথাতে আসে নি। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস – " ন তাদৃশা আকৃতিবিশেষা গুণবিরোধিনো ভবন্তি।" 10 অর্থাৎ যাদের চেহারা সুন্দর তারা কখনও খারাপ কাজ করতে পারে না। যদিও অনসূয়ার কপালে প্রথম থেকেই শকুন্তলার ব্যাপারে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে- " আত্মনঃ নগরং প্রবিশ্য অন্তঃপুরসমাগতঃ ইতোগতং বৃত্তান্তং স্মরতি বা ন বেতি।" 11 অর্থাৎ, রাজধানীতে ফিরে গিয়ে অন্তঃপুরের অন্যান্য মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি এই আশ্রমের ঘটনা মনে রাখবেন কি না ? যাইহোক প্রিয়ংবদা চরিত্রে অনসূয়ার মত ভাবনা শক্তির গভীরতা নেই বলে ভবিষ্যৎ অনিষ্ট বিষয়ে তার অত মাথা ব্যথাও নেই। সার কথা, অনসূয়া হয়তঃ একটু বেশি আবেগপ্রবণ, বাক্ পটিয়সী হলেও অনসূয়ার মত কাজের কথা হয়তঃ তিনি চট্ করে ভাবতে পারে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে নাট্যকারের মতে তিন সখী প্রায় সমবয়সী হলেও কর্তব্য সচেতনতা, ধীরতা, দূরদর্শীতা, কর্তব্য নির্দেশদান ইত্যাদিতে তিন সখীর মধ্যে অনসূয়াকে অধিকতর সাবালিকা তথা বড় মনে হয়। যদিও তা কখনই সখীত্বের বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। কেননা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা দুজনেই শকুন্তলাকে যেভাবে হাস্য পরিহাসে বিব্রত করতে চেয়েছে তা তাদের পারস্পরিক সখীত্বেরই উৎকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়। তারা উভয়ে শকুন্তলার প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট। সর্বক্ষণে শকুন্তলার ছায়া সঙ্গী হয়ে থেকেছে, শকুন্তলার সুখে সুখী ও দুঃখে সমব্যথী হয়েছে। শকুন্তুলার দুর্দৈব প্রশমনের জন্যে এদের কি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তা শাপ মোচনের জন্য অগ্নিশর্মা ঋষির নিকট আকুতি মিনতিতেই প্রমান করে। বুকে আগুন চেপে শকুন্তলার বিদায় আয়োজনকে পূর্ণ করার কি আকুতি – " দ্বয়োঃ এব ননু নৌ মুখে এষঃ বৃত্তান্তঃ তিষ্ঠতু। রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী।" [12] অর্থাৎ অভিশাপের কথা কেবল আমাদের দুজনের মধ্যেই গোপনে থাক্। আমাদের এই প্রিয় সখী স্বভাবতঃই কোমল, তাকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে। কিংবা –" কো নাম উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি ?" [13] অর্থাৎ, নবমালিকা লতায় গরম জল ঢেলে কে তা নষ্ট করে ? বিদায় বেলায় দুই সখীর উদ্দেশ্যে যখন শকুন্তলা একটি অনুরোধ ব্যক্ত করেছে- " হলা, এষা দ্বয়োঃ যুবয়োঃ ননু হস্তে নিক্ষেপঃ ।" [14] অর্থাৎ সখী এই বনজ্যোৎস্না লতাকে তোমাদের দুজনের হাতে দিয়ে গেলাম। তখন দুই সখী আর নিজেদের সংযত করতে পারেনি, চক্ষু কোটরে জমে থাকা জল আর বাগ মানল না, শ্রাবণের ধারায় চোখ ফেটে অশ্রু বর্ষিত হতে লাগল। অশ্রুসিক্ত নয়নে ক্রন্দন করতে করতে দুই সখী কোনও মতে একযোগে বলল- " অয়ং জনঃ কস্য হস্তে সমর্পিতঃ ?" [15] অর্থাৎ, কিন্তু সখী আমাদের দুজনকে কার হাতে দিয়ে গেলে ? হৃদয়ের কতটা সখ্যতা হলে এমন কথোপকথন বেরিয়ে আসে তা সহজে অনুমেয়।

যাইহোক, শকুন্তলার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র সৃষ্টির পিছনে রয়েছে একাধিক তাৎপর্য। একদিকে যেমন তপোবন প্রকৃতি, অন্যদিকে তেমনি মুখ্য চরিত্র শকুন্তলা চরিত্র গ্রন্থনে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র দুটি অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছে। তপোবন প্রকৃতিকে বাদ দিলে যেমন শকুন্তলা চরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত, ঠিক তেমনি অনসূয়া প্রিয়ংবদা চরিত্র দ্বয়কে বাদ দিলে শকুন্তলা চরিত্র অঙ্কনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হত না। যে অঙ্গুরীয়ক দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার উপর শকুন্তলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা কেবল তারাই জানত এবং সেই জন্যই পতিগৃহ যাত্রাকালে দুই সখী শকুন্তলাকে পরোক্ষে সতর্ক করে দিয়েছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে এ শুধু অভিনয়, সংলাপ, নাটকীয় রসবোধ, অলংকরণ সৃষ্টিতে নয় । নাট্যকাহিনীকে সার্থক মণ্ডিত করতে নাট্যকাহিনীকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার নেপথ্যে অন্যান্য প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রের মতই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র দুটি সমান গুরুত্বের দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র

1. কাব্যের উপেক্ষিতা- প্রাচীন সাহিত্য
2. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১ম অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ৮৩
3. ঐ, ১ম অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ৮৩
4. ঐ, ১ম অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ৮৬
5. ঐ, ১ম অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ৮৬
6. ঐ, ১ম অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ৮৬
7. ঐ, ৩য় অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-২২৫
8. ঐ, ৪র্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ২৯৫
9. ঐ, ৩য় অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ২২৭,
10. ঐ, ৪র্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ২৪৪
11. ঐ, ৪র্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ২৪৪
12. ঐ, ৪র্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ২৫১
13. ঐ, ৪র্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ২৫১
14. ঐ, ৪র্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ২৯৪

15. ঐ, ৪র্থ অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং- ২৯৪

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. কালিদাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সম্পাদক অনিল চন্দ্র বসু, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩ (৪র্থ সংস্করণ) ।
2. কালিদাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সম্পাদক জ্যোতিভূষণ চাকী, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার(২য় খণ্ড), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৭ (২য় প্রকাশ) ।
3. কালিদাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সম্পাদক সত্যনারায়ন চক্রবর্তী,, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯ (৪র্থ সংস্করণ) ।
4. দাস, দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৯ (৩য় সংস্করণ) ।
5. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮ (১ম সংস্করণ) ।
6. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬ (১ম সংস্করণ)।
7. ভৌমিক, জাহ্নবি চরণ এবং মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোপাল, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক ও লৌকিক) কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০ (৩য় সংস্করণ)।
8. শাস্ত্রী, গৌরীনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৬২ (১ম প্রকাশ)।
9. Agarwall HR. A Short History of Sanskrit Literature. Delhi: Munshiram Monaharlal. 1963.
10. Dasgupta SN, Dey SK. A History of Sanskrit Literature (Classical Period). Kolkata: University of Calcutta (2nd ed.) 1975.
11. Jagirdar RV. Drama in Sanskrit Literature. Bombay: Popular Book Depot. (1st ed.) 1947. Keith, AB. A History of Sanskrit Literature. Delhi: MLBD 1996.
12. Krishnamachariar M. History of Sanskrit Literature. Delhi: MLBD 1989.
13. Macdonell, Arthur Anthony. History of Classical Sanskrit Literature. Delhi: Munshiram Monaharlal 1958.
14. Shastri SN. The Laws and Practice of Sanskrit Drama. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series 1961.